মোঃ মাকরুজ্জামান
উপসচিব
মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
মোংলা, বাগেরহাট-৯৩৫১
মোবাইল নম্বর ঃ 01740-625740
ইমেইল ঃ prompa6@gmail.com
ওয়েব সাইট ঃ www. mpa.gov.bd
ফেইজবুক পেজঃ
মোংলা বন্দর সংবাদ "Mongla Port News''

মোংলা বন্দরের উপদেষ্টা কমিটির সভা।

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের ১৫ তম উপদেষ্টা সভা অনুষ্ঠিত। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, এমপি এর সভাপতিত্বে ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ সকাল ১০-০০ ঘটিকায় মোংলা বন্দর সভাকক্ষে উপদেষ্টা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মোংলা বন্দরের উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে, বন্দর ব্যবহারকারীদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, চ্যানেলের নাব্যতা সংরক্ষণ ও বয়া স্থাপন, ছোট ছোট লাইটার থেকে পণ্য খালাসের জন্য পন্টুন স্থাপন, জাহাজ বাধার জন্য মুরিং বয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি করা, নতুন নতুন ইকুইপমেন্ট সংযোজন এর বিষয়ে আলোচনা হয়। মোংলা-খুলনা রাস্তা সম্প্রসারণ, খান জাহান আলী বিমান বন্দর নির্মাণ, খুলনা-মোংলা রেললাইন স্থাপন ও পদ্মা সেতু নির্মানের ফলে মোংলা বন্দরের যে কার্যক্রম বৃদ্ধি পাবে তার চ্যালেঞ্জ সমূহ গ্রহণের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়।

উপদেষ্টা কমিটির সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন জনাব আলহাজ্ব তালুকদার আব্দুল খালেক, মাননীয় মেয়র, খুলনা সিটি কর্পোরেশন, আলহাজ্ব ডাঃ মোঃ মোজ্জামেল হক, মাননীয় সংসদ সদস্য,বাগেরহাট-৪, বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা, অতিরিক্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়সহ সরকারের বিভিন্ন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা, বন্দর ব্যবকারী প্রতিষ্ঠান বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উপদেষ্টা কমিটির মিটিং শেষে বিকাল ০৩.০০ ঘটিকায় জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্মচারী সংঘ (সিবিএ) এর দ্বি-বার্ষিক সাধারণ নির্বাচন-২০১৯ এর নব নির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের অভিষেক অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। এর পূর্বে সকাল ০৯-৩০ মিনিটে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী বন্দর জেটি এলাকাসহ মোংলা বন্দরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকা পরিদর্শন করেন।

উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি ও নৌ পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী তিনি উপস্থিত সকল উদ্দেশ্যে করে বলেন, ১৯৯৬ সাল থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মোংলা বন্দরের উন্নয়নের কাজ শুরু করেন । ফলে বন্দরে জাহাজ আগমন বৃদ্ধির সাথে প্রতিবছরই কার্গো হ্যান্ডলিং,কন্টেইনার হ্যান্ডলিং ও কার হ্যান্ডলিং পরিমান বৃদ্ধি পায় যা বর্তমানে দৃশ্যমান । তিনি আরো বলেন মিটিংয়ে অনেক খোলামেলা আলোচনা হয়েছে , তাই বন্দরে বছরে অন্তত এরুপ দুটি সভা করার মাধ্যমে ছোট ছোট যে সকল সমস্যা রয়েছে তা দূর করা করা সম্ভব হবে ।

খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র আলহাজ্ব তালুকদার আব্দুল খালেক বলেন, রাজনৈতিক হীনমন্যতার কারণে ২০০১ সালে বন্দরটি প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, বর্তমান সরকার প্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেক নজর থাকায় এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উদ্যেগের ফলে ২০০৯ সাল থেকে ঘুড়ে দাড়িয়েছে । একটি লোকশান প্রতিষ্ঠান থেকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে ,ভবিষ্যতে বন্দরের অনেক জমি প্রয়োজন হবে তাই বন্দরের জমি বরাদ্দ না দেয়ার জন্য পরামর্শ দেন ।

উপসচিব